কালের কণ্ঠ

তারিখ ...13 AUG 2015...
পৃষ্ঠা ...২৩... কলাম ...৪...

একাদশে ভর্তির ফল প্রকাশ

■ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে কয়েক ধাপে

■ ১৮ হাজার আবেদন বাতিল হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ডিজিটাল পদ্ধতিতে কয়েক ধাপে সম্পন্ন হবে এবার একাদশ শ্রেণির ভর্তির প্রক্রিয়া। ভর্তির জন্য মনোনীতদের প্রথম মেধাতালিকা গতকাল বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে প্রকাশিত হয়েছে। ভর্তীচ্ছু সারা দেশের শিক্ষার্থীদের ফল www.xiclassadmission.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন বোর্ডের নিজস্ব ওয়েবসাইটেও ফল প্রকাশ করা হয়।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তবোর্ড সমন্বয় সাবকমিটির সভাপতি অধ্যাপক আবু বকর ছিদ্দিক কালের কণ্ঠকে জানান, বৃহস্পতিবার রাত ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে ভর্তির মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে বুয়েটের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলরা জানিয়েছেন। একাদশে ভর্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টায় ফল প্রকাশ করা হবে।

ঢাকা বোর্ডের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রথম মেধাতালিকায় থাকা শিক্ষার্থীরা ২৭ থেকে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

একাদশে ভর্তির ফল প্রকাশ

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

৩০ জুন পর্যন্ত বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তি হতে পারবে। কলেজগুলোতে আসন খালি থাকা সাপেক্ষে ২ জুলাই দ্বিতীয় মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে। প্রথম তালিকায় নির্বাচিত কোনো শিক্ষার্থী তালিকাভুক্ত কলেজের পরিবর্তে অন্য কলেজে (মাইগ্রেশন) ভর্তি হতে চাইলে তারাও শর্ত সাপেক্ষে সুযোগ পাবে। দ্বিতীয় তালিকা ও মাইগ্রেশনপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তির তারিখ ৪ ও ৫ জুলাই।

আবেদনকৃত যেসব শিক্ষার্থী ৫ জুলাইয়ের মধ্যে ভর্তি হবে না বা কোনো কলেজে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হবে না তারা বিভিন্ন কলেজের খালি আসনে নতুন করে ৬ ও ৭ জুলাই আবেদন করার সুযোগ পাবে। যেসব শিক্ষার্থী অনলাইনে আবেদন করেনি তারা ৯ থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবে। নতুন করে আবেদনকারীদের ফল প্রকাশ করা হবে ১২ জুলাই।

মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ ১০ শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন আট হাজার ৪৬৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ১১ লাখ ৪৯ হাজার আবেদন জমা পড়েছে বলে জানা গেছে। ওই সব কলেজে প্রায় ১৫ লাখ আসন রয়েছে বলে জানা গেছে। আর এবার এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ১২ লাখ ৮২ হাজার ৬১৮ জন।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভর্তি প্রক্রিয়ায় প্রায় ১৮ হাজার শিক্ষার্থীর আবেদন বাতিল হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। ফি জমা না হওয়ায় আবেদন বাতিল হয়েছে বলে জানা গেছে।

কলেজগুলোর বিরুদ্ধে জালিয়াতির প্রমাণ মেলেনি : শিক্ষার্থীদের না জানিয়েই তাদের একাদশ শ্রেণির ভর্তির আবেদন সম্পন্ন করে ফেলার অভিযোগে যেসব কলেজকে শো-কজ করা হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পায়নি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ। গতকাল ঢাকা বোর্ডে ছয়টি কলেজের শো-কজের শুনানি শেষে কলেজগুলোকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বকর ছিদ্দিক কালের কণ্ঠকে জানান, কারণ দর্শাও নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে ছয়টি কলেজের অধ্যক্ষদের শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। তাঁরা উত্থাপিত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এই জালিয়াতির সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষ যে জড়িত তার তথ্য-প্রমাণও পাওয়া যায়নি।